আজকাল

● কলকাতা ● শিলিগুড়ি ● আগরতলা

ইন্টারনেট সংস্করণ: www.aajkaal.net

১৮ শ্রাবণ ১৪১৯ শুক্রবার ৩ আগস্ট ২০১২ কলকাতা সংস্করণ ৩.৫০ টাকা **

আজ ১০ পাতা

নবজাগরণের প্রতিষ্ঠা দিবসে সুনীল-বরণ। স্মারক তুলে দিলেন নবনীতা দেবসেন। রবীন্দ্র সদনে, বৃহস্পতিবার। ছবি: অশোক চন্দ্র (খবর ৪ পাতায়)

সব আসনই মোর্চার, মমতা থাকছেন শপথে

শীর্ষে বিমল, পরিষদে সদস্য ১৪

সঞ্জয় বিশ্বাস, দার্জিলিং
অলক সরকার, শিলিগুড়ি

২ আগস্ট— প্রতিদ্বন্দ্বীহীন পাহাড়ে জি টি এ-র সব আসনেই জয় পেল মোর্চা। 'ফাঁকা মাঠে গোল' করেও উৎসবে মাতল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। চলল দেদার আবির খেলা আর লাড্ডু বিতরণ। শনিবার জি টি এ-র ৪৫ জন নির্বাচিত সদস্য ও ৫ জন মনোনীত সদস্যের শপথ। শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শুক্রবারেই আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। দিনে শিলিগুড়িতে একটি অনুষ্ঠান সেরে রাতেই উঠে যাবেন পাহাড়ে। শনিবার সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে ম্যালে আয়োজিত 'ঐতিহাসিক শপথ অনুষ্ঠান'-এ যোগ দেবেন। শপথ করাতে আসার কথা রাজ্যপাল এম কে নারায়ণনের। মুখ্যমন্ত্রী নিজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীলকুমার শিন্ডেকে। সেই সঙ্গে রাজ্যের অন্তত ১৪ জন মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিকদের থাকার কথা। এদিকে, মোর্চার সব আসনে জয়ের খবর জানার পর প্রাক্তন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য অগ্রিম শুভেচ্ছা জানান। বলেন, 'জি টি এ ঘিরে কেন্দ্র, রাজ্য এবং মোর্চা প্রচুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে পাহাড়বাসীকে। এবার সেগুলি পূরণ করুক। পাহাড়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরুক। সব রাজনৈতিক দল যাতে তাদের ক্রিয়াকলাপ করতে পারে, সেটা ফেরানোর দায়িত্ব এখন মোর্চারই। অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ী করা। ১৩ হাজার জি এল পি-কে স্থায়ী করার প্রতিশ্রুতি পূরণ-সহ পানিঘাটা, গাড়িধুরা এবং সুকনায় নতুন থানা এবং মিরিক মহকুমা গঠনের দাবিও তোলেন। কিন্তু যেভাবে নির্বাচন হল তাকে গুরুত্বহীন বলে মন্তব্য করেছেন অশোক ভট্টাচার্য। পাশাপাশি পাহাড়ের উন্নয়নের ক্ষেত্রে যদি বামেদের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়, তার জন্য তারা প্রস্তুত বলেও জানিয়ে দেন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী গৌতম দেবও জানান, 'জি টি এ সভাকে সরকার সব দিক থেকে সহযোগিতা করবে।' এদিন জি টি এ নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুং এবং মোর্চা সচিব রোশন গিরি জানান, ৪৪ মাসের আন্দোলন সফল হল আজ। এই জয় প্রমাণ করে জনগণ আমাদের সঙ্গেই আছে। পাহাড়বাসীকে ধন্যবাদ। জি টি এ সভা গঠনের পর স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং রাস্তা সংস্কারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। এবারেও পাহাড়ে এসে প্রচুর উন্নয়ন প্রকল্প ঘোষণা করবেন।'

বিনা প্রচারে ১২ হাজার

জি টি এ-র নির্বাচনী ময়দানে একাই ছিল মোর্চা। কার্যত কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। লাগাতার হুমকি ও ভয় দেখানোর অভিযোগে বামেরা তাদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। তার আগেই জি এন এল এফ এবং গোর্খা লিগ এই ভোট বয়কট করেছিল। একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তৃণমূলের ১৭ জন প্রার্থী এবং গিটডাবলিং নিম্বং আসনে নির্দল প্রার্থী সঞ্জবীর সুব্বা। কিন্তু মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন পার করে এসে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, তাঁরা প্রার্থী প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। ফলে তৃণমূল ভোট প্রক্রিয়া থেকে সরে এলেও ১৭ আসনের ই ভি এমে প্রতিপক্ষ হিসেবে তৃণমূল প্রার্থী ছিলেন। ভোট গণনার পর দেখা গেল, ১৭টি আসনে কোনও প্রচার ছাড়াই তৃণমূল মোট ১২ হাজার ২৪৯টি ভোট পেয়েছে। সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছে সুকনা পানিঘাটা আসনের তৃণমূল প্রার্থী রাজেন মুখিয়া, প্রাপ্ত ভোট ১৫২৬। সর্বনিম্ন ভোট পেয়েছে পোখরিঙে ২ নম্বর আসনের তৃণমূল প্রার্থী ডি বি মুখিয়া। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ২৩৭। অন্যদিকে, নিম্বং আসনে নির্দল প্রার্থী সঞ্জবীর সুব্বা জোরদার লড়াই করেছেন। তিনি

এরপর ৫ পাতায়

উৎসবে সরকারি কর্মীদের অনুদান বাড়ল

আজকালের প্রতিবেদন: রাখি বন্ধনের দিনে সরকারি কর্মচারীদের আসন্ন পুজো ও ইদ উপলক্ষে অনুদান বৃদ্ধির সুখবর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। বৃহস্পতিবার মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দুর্গাপুজো ও ইদে সরকারি কর্মচারীদের বোনাস ২১০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫০০ টাকা করা হল। পেনশনভুক্তদের পেনশনের পরিমাণও বাড়ানো হল। তাদের দেয় ৮০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৯০০ টাকা করা হয়েছে। এই অনুদান বৃদ্ধির জন্য বেতনের বেসিকের ঊর্ধ্বসীমাও বাড়ানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০ হাজার টাকা থেকে ২২ হাজার টাকা সিলিং করা হল। পাশাপাশি এদিন মুখ্যমন্ত্রী সরকারের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। তা হল পঞ্চম বেতন কমিশন অনুযায়ী বকেয়া ৫০ শতাংশও দিয়ে দেওয়া হবে। আগামী ১ অক্টোবর থেকে এই বকেয়া বেতন কার্যকর হবে। তিনি জানান, রাজ্যে বর্তমানে অর্থনৈতিক সঙ্কট আছে। এজন্য ৫০০ কোটি টাকার বোঝা চাপবে। কিন্তু শারদ উৎসব ও ইদ উপলক্ষে সরকারি কর্মচারীদের বোনাস দেওয়া হয়। বৃদ্ধির ব্যাপারে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছি। রমজানের মাস চলছে। সামনেই ইদ। তার পরই আসছে দুর্গাপুজো। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কর্মচারীদের যতটা সম্ভব

এরপর ৫ পাতায়

মমতার রাখি
প্রণবের শুভেচ্ছা
৪ পাতায়

পদকস্বপ্ন! ৩৯ মিনিটেই শেষ চারে

ইতিহাসে সাইনা

অভিষেক সেনগুপ্ত, লন্ডন

২ আগস্ট— পদক আর হায়দরাবাদির মাঝে দাঁড়িয়ে এক চাইনিজ! বিশ্বের এক নম্বর ইয়াহান ওয়াং। যাঁর বিরুদ্ধে তাঁর সাফল্যের খতিয়ান শূন্য। পাঁচবারই হার! ওয়ার্ল্ড নাম্বার ফাইভ এবার উল্টে দিতে চাইছেন হিসেবের খাতা!

বেজিংয়ে আটের বেড়া টপকাতে পারেননি। এবার শেষ চারে। অলিম্পিকে ইতিহাস তৈরি করে ফেলা ভারতীয় তরুণীর তবু যেন আশ মিটছে না। কথায় হোক আর শরীরী ভাষায়, সাইনা নেহালের আপ্তবাক্য: লন্ডন থেকে সোনা!

কোচ তৃপ্ত। কিন্তু ছাত্রীর মধ্যে গুলে দিতে চাইছেন পদকের খিদে। পুলেল্লা গোপীচাঁদের দেখানো পথে উল্কাগতিতে ছুটছেন ব্যাডমিন্টন তারকা। গ্রুপ লিগ থেকে কোয়ার্টার— সাইনার অলিম্পিক যাত্রায় শুধুই সাফল্যের ছাপ। তবু কোচ বলে গেলেন, 'এতদিন যা খেলেছে, সেগুলো কেউ মনে রাখবে না। যদি না পদকটা নিয়ে ফিরতে পারে। আমি তো ওকেই বলেই দিয়েছি, মাথা ঠান্ডা রাখ। ফোকাস ধরে রাখ। অনেক কিছু অপেক্ষা করছে তোমার জন্য।' গোপীর রেখে যাওয়া কথার রেশ ধরেই সাইনা বলে দিলেন, 'চাপ কতটা, স্যার বোধহয় আমার থেকে বেশি জানেন। তাই বলেই দিয়েছেন, অলিম্পিক খেলছ ভুলে যাও। ধরে নাও কোনও একটা টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে পৌঁছেছ।'

স্যারের টোটকাই বদলে দিয়েছে সানিয়ার দেখার চোখ, স্বপ্নের গতিপথ। না হলে তুমুল চাপের মধ্যে কোয়ার্টার ফাইনালে দুর্দান্ত ম্যাচ বেরিয়ে আসত না সাইনার র‌্যাকেট থেকে। হায়দরাবাদির ঝড়ে ডেনমার্কের টিনা বন প্রথম গেমে উড়ে গেলেন। ২১-১৫-তে। নিজের সার্ভিস থেকে এগারো পয়েন্ট। প্রতিপক্ষর সার্ভিস ভেঙে বাকি দশ। তখন মনে হচ্ছিল সাইনার শেষ চারে পা রাখা হয়ত স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। দ্বিতীয় গেমে বদলে গেল পরিস্থিতি। ডেনিশ প্লেয়ার ফিরলেন দুরন্তভাবে। শুরু হয় এক-একটা পয়েন্টের জন্য তুমুল লড়াই। ওয়েম্বলি ফুটবল স্টেডিয়ামের অলিন্দেই ব্যাডমিন্টনের বাস। কোর্ট নাম্বার টু তখন ভারতীয়দের দখলে। উড়ছে তেরঙা। লাফাচ্ছে গ্যালারি। ব্যাপক জনসমর্থনের উষ্ণতায় সাইনাও তাতলেন কোর্টে। দ্বিতীয় গেমের শুরুর দিকে কিছুটা বিবর্ণও দেখাচ্ছিল সাইনাকে। ৪-৪ থেকে একসময় ৭-৪ করে ফেলেন। টিনার চাপে সাইনা তখন কিছুটা রক্ষণাত্মক। এখান থেকেই ম্যাচে ফিরলেন ভারতীয় ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার। পাল্টা আক্রমণের রাস্তায় গিয়ে। লম্বা র‌্যালি, স্ম্যাশের পাল্টা স্ম্যাশ। কোর্টের মধ্যে ভারতীয় তরুণীর বিদ্যুৎগতিই গড়ে দিল ফারাক। ৮-১০ থেকে ১৩-১০— ঝড়ের গতিতে পাঁচটা পয়েন্ট তুলে নেওয়াটাই টার্নিং পয়েন্ট ম্যাচের। তার পর আর টিনাকে মাথায় চড়তে দেননি। শেষ পর্যন্ত ২২-২০ জিতে শেষ চারে পৌঁছে যান সাইনা নেহাল। ম্যাচের পর সাইনা বলে গেলেন, 'পাঁচটা পয়েন্ট থেকে বঞ্চিত

এরপর ৯ পাতায়

জয়ের পর। বৃহস্পতিবার। ছবি: বিকাশ সাধু

Global Sports Pvt. Ltd.

Leader in instadia branding

আন্না আসছেন রাজনীতিতে!

আজ তুলছেন অনশন

দিল্লি, ২ আগস্ট (পি টি আই)— সরকারের সাড়া নেই। অগত্যা অনশন তুলে নিচ্ছেন টিম আন্না। সক্রিয় রাজনীতিতে আসার আগ্রহও প্রকাশ করেছেন। এতদিন আন্নার দাবি ছিল তাঁর কোনও রাজনৈতিক উচ্চাশা নেই। আজ জানিয়ে দিলেন, ২ বছর পর সাধারণ নির্বাচন। রাজনৈতিক বিকল্পের সন্ধানে আগামী ২ বছর তাঁরা সারা দেশ ঘুরবেন। আন্না নিজে সম্ভবত নির্বাচনে দাঁড়াবেন না। চেষ্টা করবেন যাতে ২০১৪-য় দেশের রাশ 'সৎ ও যোগ্য' ব্যক্তিদের হাতে হাতে যায়। আগামীকাল শুক্রবার তিনি অনশন ভাঙবেন। যন্তরমন্তরে অনশন মঞ্চ থেকে আন্না বলেছেন, 'অনশন করে সময় নষ্ট করে কী হবে? কাল বিকেল ৫টায় আমরা অনশন ভাঙব।' বৃহস্পতিবার আন্নার অনশন তুলে নেওয়ার ঘোষণার পর কংগ্রেস মুখপাত্র অম্বিকা সোনি বলেছেন, আন্না হাজারের এই অবস্থানে সরকার খুশি। কিন্তু আন্নার রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা প্রকাশ পেয়েছে আজকের ঘোষণায়। তাঁদের আন্দোলন যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল, তা স্পষ্ট হয়ে গেল। রাজনীতিতে এসে উনি বুঝতে পারবেন, কতরকম দায়বদ্ধতা ও বাধ্যবাধকতা সেখানে থাকে। সে সব মেনে চলা খুবই কঠিন কাজ। তবে বি জে পি কিছুটা অস্বস্তিতে। কংগ্রেসকে তোপ দেগে বলেছে সরকার দায়িত্বশীল হলে এইরকম পরিস্থিতি তৈরি হত না। প্রবীণ গান্ধীবাদী নেতা জানিয়েছেন ৬৫ বছরে যা পাল্টায়নি তা ৩ বছরে পাল্টাতে হবে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ দরকার বলেও মন্তব্য করেন আন্না। আন্না-অনুগামী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, গোপাল রাই, মণীশ শিশোদিয়াদের অনশনের আজ নবম দিন। পাঁচ দিন ধরে অনশনরত স্বয়ং আন্না। এতটুকু নড়ে বসেনি সরকার। সরকারের সাড়া শব্দ না পেয়ে আগামী পদক্ষেপ কি হবে, জানতে চেয়ে আজ বেলা আড়াইটেয় একটি টুইটার বার্তা পাঠায় আন্নাদের সহযোগী, সহমর্মী 'ইন্ডিয়া এগেনস্ট কোরাপশন' (আই এ সি)। সরাসরি জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, 'আন্নাজি কি অনশন তুলে রাজনীতিতে আসার কথা ভাববেন?' 'হ্যাঁ' কি 'না'— জবাব চাওয়া হয় দেশের কাছে। ফের আন্নাদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার জল্পনা মাথাচাড়া দেয়। এর পর অনশন মঞ্চে উঠে সারা দেশের কাছে একই আবেদন রাখেন প্রশান্ত ভূষণ। প্রশ্ন করেন আন্নার রাজনীতিতে আসা উচিত কিনা? তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই নাটকীয় মোড়। টানা ৯ দিন অনশনের ফলে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন কেজরিওয়াল। গোপাল

এরপর ৪ পাতায়

যন্তর মন্তরের অনশনমঞ্চে। বৃহস্পতিবার। ছবি: পি টি আই

আজকাল জনমত | গড়াপেটা কি এবার অলিম্পিককে কলঙ্কিত করল?

গতকালের প্রশ্ন → বিদ্যুৎ দপ্তরের গাফিলতিতেই এই ভয়ঙ্কর বিপর্যয়? হ্যাঁ ৭০% | না ২৭% | জানি না ৩%

উত্তর পাঠান aajkaal.net-এ

CyanMagentaYellowBlack